দুষ্টের দমন ও ধার্মিকের রক্ষণ

আদিপুস্তক ১৪.১৭-২৪পদ

এলমের রাজা কদলায়োমরের নেতৃত্বে প্রাচ্যের ৪জন রাজা যখন মধ্যপ্রাচ্যের ৫ শহরের (সদোম, ঘমোরা, অদ্‌মা, সবোয়িম, বিলা) রাজাকে আক্রমণ ও অধিকার করে, তখন তারা সদোমে বসবাসকারী অব্রামের ভাইপো লোট ও তার সম্পত্তি নিয়ে যায় (১৪.১২)। বিজিত রাজার সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন পালিয়ে গিয়ে এই খবর যখন অব্রামকে জানায়, অব্রাম তখন ভাইপো লোটকে উদ্ধার করতে নিজের ৩১৮জন দেহরক্ষীকে নিয়ে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় ইমোরীয় রাজা আনের, ইষ্কোল ও মম্রি অব্রামের সঙ্গে যোগদান করে। ঈশ্বর অব্রামের সহবর্তী ছিলেন, তাই অব্রাম এই সল্প সংক্ষক সৈন্য নিয়েও জয়লাভ করলেন এবং লোটের সঙ্গে তার পরিবার ও সদোমের লুণ্ঠিত সম্পত্তি উদ্ধার করে ফিরে আসেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসার পথে অব্রামের সঙ্গে দুই রাজার সাক্ষাত ঘটে- সদোমের রাজা বিরা (১৪.২) এবং শালেমের রাজা মল্কীষেদক। ১৭ পদে বলা হয়েছে যে, এই সাক্ষাৎ শাবী তলভূমি অর্থাৎ "রাজার উপতক্যায়" *(King Valley)* ঘটে। এই উপতক্যা ছিল শালেম নামক ছোট্ট গ্রামের ঠিক বাইরে। ইস্রায়েলের পরবর্তী ইতিহাসে এই শালেমই ইস্রায়েলের রাজধানী "জেরুশালেমে" রূপান্তরিত হয়। তাই, এখানে যে "রাজার উপতক্যার" কথা বলা হয়েছে, তা নতুন নিয়মের ইতিহাসে "কিদ্রোন স্রোতের উপত্যকা" *(Kidron Valley)* নামে পরিচিত, যা জেরুশালেমের পূর্ব দিকে ছোট নদী হিসাবে প্রবাহিত হয়ে জেরুশালেম শহরকে জৈতুন পর্বত *(Mount of Olives)* থেকে পৃথক করেছিল। যীশু যে রাতে শত্রুদের হাতে সমর্পিত হন, সেই রাতে তিনি শিষ্যদের নিয়ে এই স্রোত পার হয়ে জৈতুন পর্বতের গেৎশেমানী বাগানে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন (যোহন ১৮.১, মথি ২৬.৩০)। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটার প্রায় ২ হাজার বৎসর পূর্বে অব্রামের বিশ্বাসী জীবনেও এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা ঘটে।

১। সদোমের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ — এই স্থানে অব্রামের সঙ্গে দুই রাজার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। প্রথমে আমরা সদোমের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করব। ধরা যেতে পারে যে, সদোমের রাজা কোনক্রমে বন্দিত্ব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিল, কিন্তু সে যখন অব্রামের বিজয় সংবাদ শুনল, তখন সে অব্রামকে সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে এল। অব্রাম অবশ্যই এই সম্বর্ধনা পাবার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে, অব্রাম এই যুদ্ধ সদোমের রাজার পক্ষে নয়, কিন্তু ভাইপো লোটকে উদ্ধার করার জন্যই লড়েছিলেন। সে যাই হোক, তার দ্বারা সদোমের সমস্ত দুষ্ট ও পাপীষ্ঠ মানুষ (১৩.১৩) উপকৃত হয়েছিল। এই কারণে, সদোমের রাজা ও তার সঙ্গে সম্বর্ধনা কমিটি বিজয়ী রাজার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে এগিয়ে এসেছে। রাজা সদোমের বন্দি মানুষদের ফিরে পেতে চায়, কিন্তু লুণ্ঠিত সম্পত্তি অব্রামকে গ্রহণ করতে বলে (২১ পদ)। অর্থাৎ, লুণ্ঠিত সম্পত্তি, যা আসলে সদোমের, তা সে অব্রামকে দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

এ ছিল অব্রামের কাছে এক মস্ত বড় প্রলোভন। কারণ, উপরে উপরে এই কথানুসারে কাজ করাই ছিল যুক্তিযুক্ত। অব্রাম অবশ্যই এই কথা নিজেকে বলতে পারত, "আমি এই সমস্ত পাবার যোগ্য! তা ছাড়া, এ দেশে এটাই প্রথা! সকলে তাই করে থাকে! এতে কিছু ভুল নেই! আমি এ সমস্ত নিয়ে আমার তাম্বুতে ফিরে যাব, কোন দিন আর এই দুষ্ট শহরে আসব না!" কিন্তু অব্রাম ঈশ্বরকে জেনেছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি মুহূর্তে লাভ করেছে, সে জানে মিসর থেকে লাভ করা সম্পত্তি কীভাবে তাকে সমস্যার মধ্যে ফেলেছিল। সে আরও জানে, এই বিজয় সে তার নিজের ক্ষমতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সাহচর্যেই লাভ করেছে। তাই, অব্রাম এত সহজে এই প্রলোভনে পতিত হলেন না। পরিবর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন, এইভাবে সদোমের রাজার কথা শুনে তিনি নিজে সদোমের রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। এখন যদিও তিনি সরাসরি সদোমের

রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে পারছেন;কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজী হলে, পরবর্তী ক্ষেত্রে সদোমের রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখান করা সহজ হবে না। কারণ, এই উপহার গ্রহণের মাধ্যমে অব্রাম নিজেকে সদোমের রাজার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কেবল তাই নয়, পরবর্তী সময়ে সদোম যখনই বিপদে পড়বে, তখন অব্রাম তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তাই, অব্রামের পক্ষে সদোমের রাজার এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান সম্ভব ছিল না। অব্রাম এইভাবে তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কোনও মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারে না; এর অধিকার একমাত্র ঈশ্বরের। অব্রামের পক্ষে এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া খুব কঠিন ছিল। কারণ, এর দ্বারা সদোমের রাজা খুবই দুঃখ পাবে। আমরাও অনেক সময় লোকে কী ভাববে বলে চিন্তিত হই; কিন্তু ঈশ্বর কী ভাববেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা আমাদের নেই। অব্রাম সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, ***"আমি আপনার কিছুই নেব না, . . . পাছে আপনি বলেন, আমি অব্রামকে ধনবান করেছি"*** (২৩ পদ)।"

আমরাও অনেক সময় শয়তানের এই প্রকার প্রলোভনের সম্মুখীন হই। পরীক্ষার সময় আমরা ঈশ্বরভয় ও আত্মসংযমের পরিচয় রাখি;পরীক্ষা শেষ হলেই শয়তানের প্রলোভনের সামনে আমরা লাগাম ছাড়া আচরণ শুরু করি। মনে রাখব, বিশ্বাসীর এমন আচরণ শোভা পায় না। অব্রাম বিশ্বাসীর প্রকৃত পরিচয় তাঁর আচরণের মাধ্যমে রাখতে পেরেছিল, কারণ সে তাঁর জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিল; কেবল তাই নয়, যীশুর প্রতিরূপ মেল্কীষেদকেরও সে সাক্ষাৎ পেয়েছিল।

২। শালেমের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ— শালেমের (জেরুশালেম) রাজার নাম ছিল মেল্কীষেদক, যে নামের অর্থ "ধার্মিকতার রাজা" এবং শালেমের রাজা হওয়ায় তিনি "শান্তির রাজা"। আদিপুস্তকে এই প্রথম তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর পর গীতসংহিতা ১১০.৪ পদে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই গীতে যীশু ও তাঁর বিভিন্ন পরিচর্যাকেই নির্দেশ করা হয়েছে (মথি ২২.৪১-৪২;মার্ক ১২.৩৫-৩৬;লুক ২০.৪১-৪২)। এর পর ইব্রীয় পত্রের লেখক ৭ অধ্যায়ে যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কার্যকে মেল্কীষেদকের সঙ্গে তুলনা করেছেন (ইব্রীয় ৭.১-১৭)। গীত ১১০.৪ পদে মেল্কীষেদকের রীতি অনুসারে আগত মশীহকে (যীশু) *অনন্তকালীন রাজা বলা হয়েছে*। ইব্রীয় পত্রের লেখকও এই কথা উল্লেখ করে (ইব্রীয় ৭.১৭) যীশুর যাজকত্ব যে লেবীয় বংশের যাজকত্বের থেকে অনেক মহৎ, তা তুলে ধরেছেন। লেবীয় বংশের যাজকত্ব যখন পাপের উপর জয়লাভ ও ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ সহভাগিতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে; তখন "মেল্কীষেদকের অনন্তকালীন রাজত্বের" ভাববাণীর পূর্ণতা যীশুতে সাধিত হয়েছে। মৃত্যুকে জয় করে পাপের উপর জয়লাভ তথা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত সহভাগিতার আশীর্বাদ যীশু "মেল্কীষেদকের রীতি অনুসারে" যাজকত্বের দ্বারা সাধন করেছেন। তাই, পুরাতন নিয়মের মেল্কীষেদক নতুন নিয়মে যীশুরই প্রতিরূপ।

মেল্কীষেদক যখন রুটি এবং দ্রাক্ষারস নিয়ে অব্রামের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন, তখন তিনি অব্রামকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ***"অব্রাম স্বর্গমর্তের অধিকারী পরাৎপর (মহান) ঈশ্বরের*** *(El Elyon)* ***আশীর্বাদপাত্র হোন, সেই ঈশ্বর ধন্য, যিনি তোমার বিপক্ষদের তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন"*** (১৯, ২০ পদ)। এর দ্বারা অব্রাম উপলব্ধি করেছিল যে, সে একা কেবল প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। সেই ঈশ্বরের যাজকের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ অব্রামের ঈশ্বর জ্ঞান ও বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল। সেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে অব্রাম মেল্কীষেদককে *সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ উপহার দিলেন* (২০ পদ)। অব্রাম কেন এই দশমাংশ দিয়েছিলেন? এই অংশ পাঠের দ্বারা ৩টি উত্তর আমরা দিতে পারি। (১) কারণ, অব্রাম স্বীকার করেছিলেন যে, ঈশ্বর এই সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃত মালিক। ১৯ পদে মেল্কীষেদক এই কথা বলেছেন এবং ২২ পদে অব্রাম নিজে এই কথা স্বীকার করেছেন। (২) কারণ, ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা (আদি ১.১;২.৪;যোহন ১.৩;কলসীয় ১.১৬)। (৩) কারণ, ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে টিকিয়ে রেখেছেন।

ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্তের অধিকারী (সৃষ্টির মালিক)। তিনি

আমার ও আপনার সমস্ত বিষয়ের মালিক। অব্রাম যেমন তা স্বীকার করেছিল, আমাদেরও দায়িত্ব আমরা যেন তা স্বীকার করি। তাই, আমরা যখন কিছু ঈশ্বরকে দিই, তখন যেন মনে রাখি -- ইতিপূর্বে ঈশ্বরের ছিল না, এমন কিছু আমরা তাঁকে দিচ্ছি না। আজ আমি বা আপনি এই পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী, তা স্বয়ং ঈশ্বর নিজে আমাদের দায়িত্বে সমর্পণ করেছেন। আমরা যেন তা রক্ষা করি, যত্ন করি ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ব্যবহার করি। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে, প্রথমে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, তিনিই একমাত্র এ সমস্ত বিষয়ের মালিক। বিশ্বাসী আমরা অব্রামকে অনুসরণ করে, আমাদের সমস্ত আয়ের দশমাংশ ঈশ্বরের গৃহে উপহার হিসাবে এনে, তা স্বীকার করি।

অব্রাম এই দশমাংশ বাধ্যবাধকতার বিষয় হিসাবে বা বিধান (ব্যবস্থা) পালন করতে দেন নি। কারণ, তখনও বিধান দেওয়া হয়নি (মোশীর সময় ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বিধান দিয়েছিলেন)। মেল্কীষেদকও অব্রামের কাছে এই দশংমাংশ চাননি। কিন্তু ঈশ্বরের যাজক হিসাবে মেল্কীষেদককে অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করেছিলেন এবং হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার বাহ্যিক প্রকাশ হিসাবে এই উপহার দিয়েছিলেন।

আপনি আপনার জীবনের সমস্ত বিষয়ের জন্য কার উপর আস্থা রেখেছেন? ঈশ্বরে, না আপনার কোম্পানীতে? ঈশ্বর বলেন, ***"কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণে রাখিবে, কারণ তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে নিজের যে নিয়ম বিষয়ক দিব্য করেছেন, তা আজকের মত স্থির করণার্থে তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য লাভের সামর্থ দিলেন"*** (দ্বি. বি. ৮.১৮)। এখন আমরা যদি আমাদের সমস্ত আয়ের জন্য ঈশ্বরে আস্থা রেখে থাকি, তাহলে সেই সমস্ত আয়ের দশমাংশ ঈশ্বরকে দিতে আমরা কখনও দ্বিধা করব না। আমরা মুখে এক কথা বলব, আর কাজে অন্য করব -- তা কখনও বিশ্বাসীর আচরণ হতে পারে না।

আমরা যখন ঈশ্বরকে কিছু দিই, তখন তার দ্বারা আমরা তাঁর প্রতি আমাদের আস্থারই প্রদর্শন করি, স্বীকার করি যে, তিনিই এ সমস্তের মালিক। আসলে, আমরা তাঁর সমস্তই তাঁর কাছে আনছি; এবং ঈশ্বর তাতে সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর যখন আমাদের দেওয়া সেই উপহার গ্রহণ করেন, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেন। তিনি আমাদের কাছে আদেশ ও প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের বর্ষণ করি কি-না"*** (মালাখি ৩.১০)। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা অব্রামে পূর্ণ করেছিলেন, আমাদের জীবনেও পূর্ণ করেছেন। আদি ১৫.১ পদে এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলা হয়েছে, ***"ঐ ঘটনার পর দর্শনযোগে সদাপ্রভুর বাক্য অব্রামের নিকটে উপস্থিত হল, তিনি বললেন, অব্রাম, ভয় কর না, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহাপুরস্কার।"***

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা ***"বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়"*** (২ করি ৫.৭)। আমরা কি এই সত্য অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও আস্থাকে অব্রামের ন্যায় আচরণের দ্বারা প্রকাশ করে চলেছি? অব্রাম সদোমের রাজার উপহার প্রত্যাখ্যান করে যেমন দুষ্টতা ও পাপের সঙ্গে হাত মেলাননি; তেমনই মেল্কীষেদককে দশমাংশ দিয়ে তাঁর জীবনের উপর স্বর্গমর্তের অধিকারী মহান ঈশ্বরের অধিকারকে স্বীকার করেছেন। আমরা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বস্ততাকে স্মরণ করে অব্রামের জীবন অনুসরণ করে চলেছি?